স্ট | ক | হো | ম

তবুও জীবন থেমে নেই

প্রবাস থেকে আজকাল অনেকেই লিখেছেন। জানাচ্ছেন তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাথা, আশা-নিরাশার কথা, ব্যথা-বেদনার কথা। দেশের বেশ কয়েকটি দৈনিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক গুরুত্বসহকারেই প্রবাসীদের কথা তুলে ধরছে। আমরাও প্রবাসীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হচ্ছি, আশা-নিরাশায় দুলছি, ব্যথা-বেদনায় ব্যথিত হচ্ছি। সে দিন এমনই একজন প্রবাসীর অভিজ্ঞতার কথা আগ্রহসহকারে পড়ছিলাম সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাতায়। সুদূর কানাডা থেকে লিখেছেন জসিম মল্লিক। একটি উপলব্ধির কথা, একটি মৃত্যুর কথা। জসিম মল্লিকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় না থাকলেও পরিচয় লেখার মাধ্যমে, পরিচয় চিঠির মাধ্যমে। তার লেখাটা পড়ার পর থেকেই তমশার ঘোরের ভেতরে প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে তবে লেখাটার বিশেষ কয়েকটি লাইন মন থেকে মুছে যায়নি। বারবার মনে হয়েছে উনি তো নিজের কথা লিখতে গিয়ে আমার কথাই লিখেছেন। জসিম মল্লিক লিখেছেন, 'সুদূর প্রবাসে যারা থাকেন, তাদের জন্য বাংলাদেশটা সত্যিই অনেক দূর। মনটা সব সময় ছায়া সুনিবিড় গৃহকোণে পড়ে থাকলেও প্রয়োজনের সময় পথের দূরত্ব যেন শেষ হতে চায় না।' সত্যিই প্রয়োজনের সময় পথের দূরত্ব যেন শেষ হতে চায় না। প্রবাসীরা যেন 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর যাত্রী। প্রবাস জীবনের বড় ট্র্যাজেডি শেষ মুহূর্তে আপনজনের পাশে এসে দাঁড়াতে না পারা, শেষ মুহূর্তে আপনজনের মুখ দর্শন করতে না পারা। এমন একটি মুহূর্ত আমারও এসেছিলো। পথের দূরত্ব আমারও শেষ হয়নি।

দশ বছর আগের কথা। সেবার লন্ডনে গেছি সামারের ছুটি কাটাতে। প্রথম লন্ডন যাওয়া, তাই একটু উত্তেজনায় ছিলাম। চিড়িয়াখানা দেখছি, বিগ বেন দেখছি, মিউজিয়াম দেখছি, দেখছি মিসরের মমি, নবাব সিরাজদৌলার যুদ্ধপোশাক, তরবারি, ক্লাইভের বন্দুক, কোহিনূর হীরক, মাদাম ত্যুসো আর আপ্লুত হচ্ছি। ঠিক সে সময় আমার হোটেলে একটি লঙ ডিসটেন্স কল এলো। কল এসেছে সুইডেন থেকে, জানালো দেশে মায়ের অবস্থা ভালো নয়, যেন এই মুহূর্তে রওনা হই। খবরটা শোনার পর দিশেহারা। রওনা দিতে চাইলেও হয়ে ওঠে না। বিশেষ কারণে লন্ডন থেকেই রওনা দেয়া সম্ভব হয় না। লন্ডন থেকেই ফোনে সুইডেনের একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে টিকিট বুক করা

প্রবাসীদের জন্য
বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

হলো। লন্ডন দেখা অসমাপ্ত রেখেই সুইডেন ফেরা ও বাংলাদেশের পথে রওনা হওয়া। এ যেন দুটি দেশের টার্মিনাল চেঞ্জ করা। স্টকহোম টু ব্যাংকক প্রায় ৮ থেকে ৯ ঘন্টার ননস্টপ জার্নি। বেশ বিরক্তিকর এক ঠায় বসে থাকা। বিরক্তিকর অপেক্ষা। ভাবছিলাম অনেক কিছু, মাকে গিয়ে ঠিকমতো দেখতে পাবো কি না! কথা বলতে পারবো কি না! তিনি কতটুকু অসুস্থ! ভাবনার কোনো কিনারা পাচ্ছিলাম না। ঘুরে ফিরে মাকে ঘিরে ছেলেবেলার স্মৃতি চোখের সামনে শরতের খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো চোখের সামনে ভেসে আসছিল। ১৯১৮ সালে স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নিয়ে যখন দেশত্যাগ করি তখন মা ভেবেছিলেন ছেলে পড়াশোনা শেষ করে দেশেই ফিরবে। তাই নির্ভাবনায় বিদায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল দেশে ফেরা আর হচ্ছিলো না। তার প্রতিটি চিঠিতে সে আকুলতা ধরা পড়তো। অবশেষে যখন বুঝতে পারলেন দেশে আর ফেরা হচ্ছে না, তখন লিখতেন, 'যতদূরেই থাকিস, ভালো থাকিস'। এই ভালো থাকতে গিয়েই প্রত্যেক প্রবাসীকে অনেক মূল্য দিতে হবে, যা অর্থের মাপকাঠিতে কোনো দিনই শোধ হয় না।

ব্যাংককে বেশ কিছু সময় অপেক্ষার পর বাংলাদেশের পথে উড়াল দেয়া। অবশেষে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করার পর যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি তখন পেছন থেকে নাম ধরে উনি ডাকলেন, স্পষ্ট শুনতে পেলাম বলছেন, 'এসেছিস, আমার জন্য চিন্তা করিস না।' শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ নামছি আর মনে মনে বলছি, 'আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি।' কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। অবশেষে বাসায় ব্যাগটি রেখেই ছুটলাম নার্সিং হোমে। অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় মাকে শেষ অবধি বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। নার্সিং হোমের শুভ্র বিছানায় শুয়ে আছেন মা। ডাক্তার, নার্স, অক্সিজেন সিলিন্ডার সবই আছে, শুধু মা নেই। উনি তখন গভীর 'কোমায়'। না, মার সঙ্গে আমার কথা হয়নি। যে কটা দিন দেশে ছিলাম পায়ে হাত দিয়ে শুধু বসেই থেকেছি। আর মনকে শক্তি করেছি, 'মা আর ফিরবে না। এই তার সঙ্গে শেষ দেখা।' ছুটি না থাকায় ওভাবেই মাকে রেখে তিন সপ্তাহ পর সুইডেন ফিরতে হলো। মা আরো সপ্তাহ দুয়েক ছিলেন ঐ 'কোমার' ভেতরেই। তারপর শেষ খবর এলো উনি আর নেই। চলে গেলেন ঠিক নববর্ষের দিনে। দুঃখ-ব্যথায় মরুতীর্থ হিংলাজের বিশেষ চরিত্রটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলেও আমি বেঁচে আছি। আমরা প্রবাসীরা বেঁচে থাকি এভাবেই।

লিয়াকত হোসেন, সদস্য, সুইডিশ রাইটার্স ইউনিয়ন,

liakathossain@stockholm.com

নি | উ | ই | য় | র্ক

চিকিৎসা বিড়ম্বনা

প্রতিবছর দেশে যাই। আমাদের যাবার দিনক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। হাতে আছে মাত্র ৪-৫ দিন। কয়েক দিন ধরে বাবার খুব জ্বর। যদিও জ্বরটা কমে এসেছে তবু ভাবলাম দেশে যাবার আগে আর একবার চেকআপ করিয়ে নেয়াই ভালো। টেলিফোনে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলাম। ঠিক সময়ে বেলভিউ হাসপাতালের জেরিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টে হাজির হলাম। রেজিস্ট্রেশন করে রিসিপশনিস্টের কাছে হাজির হতেই জিজ্ঞেস করল-

- ডাক্তারের নাম কি?

বললাম- ডা. পুয়া।

সে বলল- বাবার ভীষণ জ্বর, তাকে চেকআপ করা দরকার তাই নিয়ে এসেছি।

সে বলল- কোনো সমস্যা নেই। ডা. পুয়া নেই কিন্তু অন্য ডাক্তাররা আছে তারা দেখবে।

এ কথা শুনে বাবা হুট করে বলে উঠল-

- আমি ডা. পুয়ার পেসেন্ট- ও আমার সব প্রবলেম এবং হিস্ট্রি জানে- ও থাকলে ভালো হতো।

মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি প্রায় কেকিয়ে উঠল। বলল, এখানকার সব ডাক্তারই ভালো এবং সমান। তোমার হিস্ট্রি তো সব রেকর্ডে আছে। কম্পিউটারে তোমার রেকর্ড ওপেন করলে সবাই তোমার হিস্ট্রি জানতে পারবে। ডা. পুয়া কি তোমার হিস্ট্রি মুখস্থ করে রেখেছে? সেও তো কম্পিউটারে তোমার রেকর্ড দেখেই তোমার কেস ডিল করবে।

বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। এখানকার ট্রিটমেন্ট একটা 'সিস্টেমের' ওপর ভিত্তি করে চলে, সেটা যেকোনো ডাক্তার অনায়াসে হ্যান্ডেল করতে পারে।

সে এক ইন্ডিয়ান ডাক্তারের কাছে বাবাকে পাঠিয়ে দিল। তার নাম রোমা টিংকু। রোমা টিংকু অনেক সময় নিয়ে যত্নসহকারে বাবাকে পরীক্ষা করলো। সব ধরনের ল্যাব টেস্ট করলো ইমার্জেন্সি পেসেন্ট হিসেবে। জ্বরের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের জন্য চেস্ট এক্স-রে করা দরকার, তাই সে আমার হাতে একটি রেফারেল লেটার ধরিয়ে দিয়ে তখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য চারতলায় যেতে বলল। আরো বলল, এক্স-রেটা আজকেই করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে করা সম্ভব হলো না। তবে রেডিওলজিস্টের সঙ্গে কথা হয়েছে, ৩ তারিখে সে সময় দিয়েছে। আর ঐদিন রোমা টিংকু নিজেও ক্লিনিকে থাকবে তাও জানালো। আমাদের ফ্লাইট ৪ তারিখে, সে কথা তাকে জানানো হয়েছিল।

তার কথামতো হন্তদন্ত হয়ে চারতলায় গিয়ে হাজির হলাম রেডিওলজিস্ট ডিপার্টমেন্টে। পেপারটা এগিয়ে দিতেই রিসিপশনিস্ট নাক কুঁচকে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এক ইয়ং কোরিয়ান যুবককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো। সে কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল- তোমার বাবার চেস্ট এক্স-রে করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি অবাক হলাম।

- হোয়াট ডু ইউ মিন?

সে বলল- পেসেন্টকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর ডাক্তার যা সন্দেহ করেছে তা ঠিক নয়- এবং এও বলে দিলো দু'তলায় গিয়ে রোমা টিংকুকে যেন সে কথা জানানো হয়।

আমি বোকা বোকা হয়ে রোমা টিংকুর কাছে ফিরে গেলাম। সে সব কথা শুনে আমাদের বসতে বলল, এরপর তার রুমের ভেতরে চলে গেল, বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো। বিরক্তি আর উত্তেজনায় ভরা তার লাল চোখ দুটি দেখে মনে মনে অবাক হলাম। সে বলল, যাও উপরে গিয়ে ৩ তারিখের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এস। আমি তাকে ৩ তারিখের কথা বলে দিয়েছি। বুঝতে পারলাম এতক্ষণ ধরে তাহলে রেডিওলজিস্টের সঙ্গে তার কোনো ফাইট হয়েছে- এ তারই প্রতিক্রিয়া। আমরা আবার উপরে গেলাম। আমাদের দেখামাত্র সে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উল্টাপাল্টা অনেক কথা বলল, শেষে বলল- ওল্ড টিবি টেস্টের জন্য শুধু থু থু পরীক্ষা করলেই যথেষ্ট। এর জন্য এক্স-রের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা অসহায় হয়ে পড়লাম। সে আবারও আমাদের রোমা টিংকুর কাছে পাঠিয়ে দিল। রোমা টিংকু সব কথা শুনে ভীষণ ক্ষেপে গেলো। সে ভেতরে ঢুকে তার বস স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা বলে আবার ফিরে এলো। এরপর প্রচ্ছন্ন

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

মাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ পত্রিকাটিতে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ:
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা অফিস:
3/1-H, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: [illegible]@yahoo.com

ভর্ৎসনা আর তিরস্কারের দৃষ্টিতে আমাকে আবার উপরে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে বলল। উপরে যেতে যতে ভাবলাম- ইকুয়াল অপারচুনিটির দেশ আমেরিকা। তাই বলে অপারচুনিটি নিজে থেকে এসে ধরা দেবে না। আদায় করে নিতে হবে- রোমা টিংকুর ক্ষুব্ধ দৃষ্টি আর চাপা ক্ষোভের আড়ালে বুঝি সে কথাটাই লুকিয়ে ছিল। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে কোমর বেঁধে মাঠে নামতে হবে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই উপরে উঠলাম। তাদের সামনে হাজির হয়ে আমিই প্রথমে বলে উঠলাম- আমি আমার বাবার এক্স-রে করাতে চাই। আমার ডাক্তার রেফার করেছে তুমি তা ক্যান্সেল করতে পার না। প্রয়োজন হলে আমি এর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে 'সু' করতে পারি।

আইনকে এ দেশের লোকেরা বড় ভয় পায়। সে এবার মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। এরপর বলল, ৩ তারিখে কোনো জায়গা নেই ফিলআপ হয়ে গেছে। আমার অবাক হবার পালা যেন শেষ হয় না। একটু আগেই ৩ তারিখে ছিল আর এতো তাড়াতাড়ি ফিলআপ হয়ে গেল। ওটা আউটডোর ক্লিনিক নয় যে, হুর হুর করে সব সময় রোগী আসতেই থাকে। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম দু-একজন কর্মচারী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। বুঝলাম সে ভিন্ন রাস্তা ধরেছে। ৩ তারিখ পরিবর্তন করে কোনোরকমে এড়াতে পারলে ৫ তারিখে আমাদের ফ্লাইট- অতএব বিজয়টা তারই হবে। আমি অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু তারা অনড়। বুঝতে পারলাম জিততে হবে আমাকেও। চিকিৎসা হোক বা না হোক বিজয়টা চাই। আমি ৫ তারিখেই রাজি হলাম। রেডিওলজিস্ট বলল- সেদিন তোমাদের ওই ডাক্তার থাকবে না। আমি বললাম- কোনো অসুবিধে নেই, অন্য ডাক্তারকে দেখাবো। আর কোনো কথা না বলে সে তার রুমে চলে গেল।

৫ তারিখে ঠিক সময় মতো উপস্থিত হলাম। বাবার এক্স-রে হলো। সেদিন রেডিওলজিস্ট ডিপার্টমেন্টে অন্য ডাক্তারকে দায়িত্বে থাকতে দেখলাম। সে রিপোর্ট দেখে বাবাকে বলল, তোমার কোনো সমস্যা নেই- তুমি ভালো আছ। রোমা টিংকুর সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না। রাত ৮টায় আমাদের ফ্লাইট। নিদেনপক্ষে ৬টার মধ্যে অবশ্যই বাসা থেকে বের হতে হবে। তখন বাজে চারটা আর কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে সোজা বাসার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

সুফিয়া খন্দকার

32-48, 30th St., # A2, Astoria

Ny-11106, U.S.A

E-mail : satkhiramanoshi@yahoo.com

ব | র্ন

জার্মানিতে পার্থ প্রতিম

২৫ এপ্রিল জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের মূকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদারের মূকাভিনয়। আয়োজন করেছিল জার্মান বেতার তরঙ্গের বাংলা বিভাগ। বাংলা বিভাগের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ আয়োজন আজ থেকে ৩০ বছর আগে তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর ইউলি ব্রান্ডের লেখক গুন্টার গ্রাসের প্রচেষ্টায় জার্মান বেতারে বাংলা বিভাগ চালু হয়েছিল। অনুষ্ঠানে জার্মান প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রধানরা আমন্ত্রিত হয়েছেন। একজন জার্মান দর্শক বললেন, 'এতো সুন্দর মূকাভিনয় আমি কখনো দেখিনি। পার্থ তার সময়ের চেয়ে ১০০ বছর এগিয়ে। পার্থ প্রতিম এভাবে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরছেন।

Aziz Mollah, Kolner street 21, Born, Gurmany

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL online store BATICROM TOKYO

NEW YEAR

উপলক্ষে ব্যতিক্রমের বিশেষ মূল্যহ্রাস

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, বগা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, খলসেপোপা, ফলিশা, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (লোটকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, খলিশা, ছুরি, পাটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মসলা (গুড়, খাঁটী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসির গোশত	৮৫০ ইয়েন/কেজি
(Beef/Mutton Cut Regular)	

শিম, বরবটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, খেসারি)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার cd/vcd/dvd	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!
স্বাদ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

www.baticrom.com